সমকাল

07 MAR 2017

শিক্ষকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

■ ইবি প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) 'এফ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে ইউনিটের সমন্বয়কারীর মাধ্যমে। এর দায়ে 'এফ' ইউনিটের সমন্বয়কারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলামকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। কেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সাত দিনের সময় দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভর্তি কমিটির অন্য দুই সদস্যকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আগামী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এতে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের এক ছাত্রের ছাত্রত্ব ও সনদ বাতিল এবং দুই কর্মচারীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৩তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইবির এফ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৭ ডিসেম্বর বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'এফ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষার আগেই ওই ইউনিটের উত্তরপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ইউনিট সমন্বয়কারী সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলামের মাধ্যমে উত্তরপত্র বাইরে চলে যায়। এ ঘটনা তদন্তে গত ২৫ জানুয়ারি গণিত বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা কামালকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটি গত শনিবার সাত পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয়। তদন্তে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং এ ঘটনায় সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, একই বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মনোজিত কুমার, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখার সিনিয়র অডিটর সাইফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ফটোকপি অপারেটর আলাউদ্দিন আলাল ও স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক মিজানুর রহমান লাল্টুর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম ও কর্মচারী আলাউদ্দিন আলালকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী মনোজিত কুমারের ছাত্রত্ব ও সনদ বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া পল্লীচিকিৎসক মিজানুর রহমান লাল্টুর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস হলো : তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষার এক মাস আগে থেকেই এই চক্র পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। স্থানীয় পল্লীচিকিৎসক লাল্টুর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস শিপ্রা ('এফ' ইউনিটে মেধাতালিকায় নবম) কুষ্টিয়ার কাটাইখানা মোড়ে অবস্থিত 'আন্তরিক কোচিং' সেন্টারে ভর্তি হয়। সে কোচিং থেকে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে। কর্মচারী সাইফুল ইসলাম, আলাউদ্দিন আলাল ও গণিত বিভাগের ছাত্র মনোজিত কুমার বাকি শিক্ষার্থীদের সংগ্রহ করেন। পরীক্ষার রাতে মনোজিতকে উত্তরপত্র সরবরাহ করেন সহকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম। পরীক্ষার দিন শিক্ষার্থীদের উত্তরসহ প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়। তদন্ত কমিটির সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমান সমকালকে বলেন, 'অতি কৌশলে বিভাগীয় সভাপতি ও ওই বিভাগের শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মনোজিতকে ফোন করে বলা হয়, তুমি শুধু বলো তোমাকে প্রশ্ন কে দিল? ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৭

শিক্ষকসহ ছয়জনের

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

তবে কোন ইউনিটের প্রশ্ন, বলা হয়নি। পরে কলরেকর্ড সংগ্রহ করে জানা যায়, আমার কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পর সে প্রথমে শিক্ষক নুরুল ইসলামের কাছে ফোন করে। এর পর থেকে মনোজিতের ফোন খোলা পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, মনোজিতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যে উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়েছিল, তা ইউনিট সমন্বয়কারী হিসেবে নুরুল ইসলামের কাছে থাকার কথা। তার কাছ থেকে কীভাবে উত্তরপত্র বাইরে এলো, তা প্রশ্ন ছিল। পরে ইউনিট সমন্বয়কারী ও বাকি সদস্যদের একসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় দেখা যায়, উত্তরপত্রের খাম খোলা এবং তাতে শুধু সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর আছে। ইউনিট সমন্বয়কারী এর ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তিনি তার দায় স্বীকার করেন। ড. মাহবুবর রহমান আরও বলেন, 'এফ' ইউনিটে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের আগের প্রশ্ন ও সমমনা প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। উত্তরপত্র মূল্যায়নে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী গণিতে কেউ শূন্য ও ৫-এর বেশি পায়নি। অথচ তারা ভর্তি পরীক্ষায় গণিত অংশে ৬০-এর মধ্যে ৫০ পেয়েছিল।

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের এসব ব্যাপারে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা একপর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি বলে দেয়।

সোমবার সিন্ডিকেট সভা শেষে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন উর রশিদ আসকারী বলেন, প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। অভিযুক্তদের সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দুর্নীতি থাকবে না। এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীরা দেড় থেকে আড়াই লাখ টাকায় প্রশ্ন কিনে নেন। ফল প্রকাশিত হলে অভিযুক্তরা স্থানীয়দের বাসায় গিয়ে টাকা আদায় করেন। এ ছাড়া বাইরের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস পার্শ্ববর্তী শেখপাড়ায় এসে টাকা দিয়ে যান। ভর্তি হওয়া অন্তত ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী ফাঁস হওয়া প্রশ্ন পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।